



70

222



## মানবরতন নাম



নব্য সভ্য ভব্য রসজ্ঞ গুণীগণের মনোরঞ্জনার্থে

কবানভাঙ্গা নিবাসি

শ্রীযুত রামরহ দাস সরকার কর্তৃক

পয়ারাদি ছন্দে ললিতাবিধ গ্রন্থের

সারসংগ্রহ গ্রন্থে সুসঙ্গিত সাধুভাষায় আদ্রিস

৫ ভক্তিরস ঘটিত সংগৃহীত ।



ভাবুক না হইলে ভাবে নাই প্যার রস ।

অরুণো হোদন যেন পক্ষাঘাতে রণ ॥

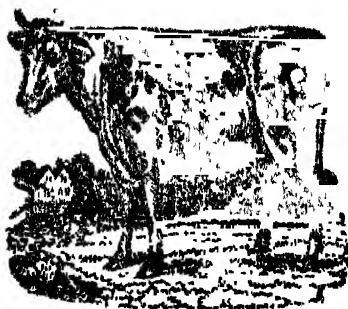


কলিকাতা

চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত ।

শকাব্দঃ ১৭৮৬ ।





নিম্ন-লিখিত পুস্তকাবলী বাস্তব মজাপুর ১৪  
 খ্যাত ভবনে অথবা জেনেরেল এমের্সলিঙ্ক  
 মিউজিয়াম নাসক বিদ্যামন্দিরে বিক্রয়  
 হইবে।

পুস্তকের নাম।	মূল্য।
কাব্যাবলী—প্রথম ভাগ ... ..	১/১০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ ... ..	২/০
ঐ তৃতীয় ভাগ ... ..	১/১০
ঐ চতুর্থ ভাগ ... ..	১/১০
বসিষ্ঠা-মরণ বেদের কারণ ... ..	২/০
বিদ্যা-মনোবজ্ঞান নাটক ... ..	১/০
ব্যাস-কৌতুক নাটক ... ..	২/০
বিদ্যা-প্রবোধ প্রসঙ্গ ... ..	১/০



## সূচীপত্র ।

অর্থ বিদ্যার মহিমা	১
“ গ্রহানুষ্ঠান	৫
“ মানবদেহ	৭
“ মানব উদর	১৪
“ মল্লিয় বর্ণনা	১৯
“ অস্ত্র ও মন	২৪
“ স্ত্রী পুরুষ জাতি	৩৩
“ স্ত্রী পুরুষে মিলন	৪১
“ ঋতু ও জন্মগ্রহণ	৪৪
“ গর্ভ বিবরণ	৪৯
“ গর্ভাশ্রয় অবস্থা	৫৩
“ কুশল রক্ষা	৫৬
“ পুনঃ জন্ম কথন	৬২





## মানবরতন

### বিদ্যার মহিমা

সঞ্চিত বঞ্চিত কেন ছুরাচার মন ।  
বিধিদত্তা বুদ্ধি জ্ঞান কর রে মার্জ্জন ॥  
উজ্জ্বল ইহবে বংশ, জ্ঞাতি নাহি পাবে  
অংশ, এ ধনের নাহি ধ্বংস, করি বিত-  
রণ ॥ তঙ্করে না করে চুরি, রিপু ছয় জয়  
করি, অধর্ম উন্মত্ত করী, করে সে শাসন ।  
আরাধনা বিদ্যাধনে, অমর আপনি  
গণে, কর যত উপার্জন, অমূল্য রতন ॥

### পুষ্পার ।

ভূমণ্ডল গোলাকার বেষ্টিত সলিলে ।  
বন উপবন মৈত্র অধিক জললে ॥  
বসতি কিঞ্চিৎ মাত্র উদক প্রবল ।  
অথবা গোপনে স্থিতি বাকর। অমল ॥

## মানবরতন ।

তিনাংশের এক অংশ স্থাবর সৃজন ।  
 প্রভেদ বিস্তারে হয় বিস্তর বর্ণন ॥  
 দুই অংশ পরিপূর্ণ রত্নাকর কর ।  
 নদ নদী খাল ঝিল পৃথিবীর পয় ॥  
 নানা জীব জন্মে তার অসংখ্য গণন ।  
 যা পারি কিঞ্চিৎ করি সংক্ষেপে বর্ণন ॥  
 অগ্নি গিরি নানা বস্তু শৈবাল প্রকার ।  
 প্রবাল জনক কীট বিবিধ আকার ॥  
 অহি কুচে কাষাপণ গুল্মী শম্বুক ।  
 জোহড়া জলৌকা শঙ্খ ককট কিনুক ॥  
 ক্ষুদ্র মীন অতি ক্ষীণ বেল্যা নউরলা ।  
 বাঁশপাতা ডান্‌কোনা চিহ্নড়ি কয়েলা ॥  
 কালুবাউস খলিঙ্গা পাবনা ফলই ।  
 লেঠা বাটা বাচা বানি খরসলা কুই ॥  
 তেচখে এলাঙ্গ চেঙ্গ ~~কুট~~ মৃগাল ।  
 উল্কা ভাবনুরানি ~~ভাসিয়া~~ শালকা  
 ওঁতিয়া ~~মাঝে~~ চিতল কাতলা ।  
 বোরাতি নাহোষ ভোল আড়ি ইটা ভোলা ॥  
 ওঁড়া সোণাপু টা চাঁদী ~~ইলিশ~~ শরর ।  
 গররা কৌহরা ভেমা গড়ুই গাগর ॥

## মানবরতন ।

কইভোনা কুটকড় পাঁকান তারুই ।  
 টেপারী সন্তোষ ফেঁয়া গচ্চা চেনা কই ॥  
 নকর যড়েল বাজী শুশুক হাসর ।  
 বৃত্তীর গন্তীর নীরে জীব বহুতর ॥  
 মরাল ডাছক! বক পানীকৌড়ি ~~কৌড়ি~~ ॥  
 দলপিপি গাকচিল খেলে দলে দলে ॥  
 বিবিধ বিহঙ্গ মীন বর্ণ নানা বর্ণ ।  
 নগি মুক্তা জনো কত সাগরেতে স্বর্ণ ॥  
 এই হেতু রত্নাকর নান হৈল তাঁর ।  
 বিদ্যাকুপা সুধাসিন্ধু দুষ্কর অপার ॥  
 অকূল পাথার বিদ্যা বিদ্যা রত্নাকর ।  
 কে কোথা পড়িয়া আছে দর্শন দুষ্কর ॥  
 সেগম জীবনে জীব নানা জাতি মথো ।  
 ভেমতি জানিবে দৃঢ় মহা মহাপাথো ॥  
 আগম নিগমে শুনি নিগম দুর্গম ।  
 আগম নির্গমে জীব অতি মনোরম ॥  
 ক্ষুদ্র মৎস্য সফরী করি ফর ফর ।  
 ঝোড়ে ঝাড়ে আড়ে পড়ি ভাবি নিরন্তর ॥  
 রিপু জ্যোত বক্রী হর পাছে ভাবি তাই ।  
 অবগে সন্তোষ মোর ভাস এই ঠাই ॥

## মানবরতন ।

আমি কি কহিতে পারি বিদ্যার মহিমা ।

অকূল পাথার যার কোথা দিব নীমা ॥

তবে যে কিঞ্চিৎ কহি নাথু আলাপনে ।

সম্বিৎ দর্পণে দৃষ্টি সৃজন কারণে ॥

বিধিদত্তা জ্ঞানাকুর মূলধার তার ।

বস্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিবিধ প্রকার ॥

গুরু উপদেশে জ্ঞান বুদ্ধি বৃদ্ধি তায় ।

দীনবন্ধু পরমাত্মা তাহার রূপায় ॥

তত্ত্ব মন্ত্র যন্ত্র গুরু জগতের গুরু ।

সহ রজ তমো গুণে কোটি কম্পতরু ॥

রসিক পণ্ডিতে করে বিরসে মুরস ।

কুটিল স্বভাবে ভাবে ভাবে অপমণ ॥

রচনা ঘোষণা চিন্তা বুদ্ধির আকরে ।

শোধন ক্ষমতা শক্তি সরল অন্তরে ॥

রচিয়াছে যেই জন সেই জানে মর্মা ।

ভাবাভাবে পড়ে পড়ে ভালে হৈতে ঘর্ম ॥

প্রসবযাতনা জানে প্রসূতি যে হয় ।

বক্ষ্য কি বুঝিবে ব্যথা অম্মা মাহা ময় ॥

রতনে যতনে অরি শ্রীগুরুচরণ ।

রচিত পয়ার হুন্দে মানবরতন ॥

## মানবরত্ন

### অথ গ্রন্থানুষ্ঠান ।

গুরু উপদেশে সদা কররে অরণ । ভজন  
নাথন পূজা অন্তরে গোপন ॥ জ্ঞান অসি  
করে ধরি, ছেদ করি রিপু অরি, মাধুসূদে  
মুখসঙ্গে, মুপথে কর ভ্রমণ ॥ মানব  
নিস্তার জন্য, নানা পথ বানা গণ্য,  
মুঢ়াংশে অবলম্ব্য, প্ররক্তি কারণ ।  
যে ভাবে যে ভাবে তাঁরে, সেই ভাবে তরে  
তরে, অলস অনল যেন অভেদ বরণ ॥

### পর্যায় ।

অথ গুরু ব্রহ্মাণ্ড কাণ্ডে অপূর্ণ সৃজন ।  
বিধি মাত্রে বিধিকৃত আছে নিকপণ ॥  
স্মারাগণ অগণন গগণে ধারণ ॥  
চক্র চন্দ্র কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভপন ॥  
পরস্পর গতি শূন্যে যথা নিয়মিত ।  
উল্কাপাত ধুমকেতু কালপুরুষ হিত ॥  
অন্তরে গ্রহণ দীপে দুর্লবিণে দৃষ্টি ।  
নানা স্থানে নানা জীব অনুভূত সৃষ্টি ॥  
প্রভেদিয়া একাশিতে নাহি প্রয়োজন ।  
চরাচরে জীবনের গুণ বিবরণ ॥

## মানবরতন ।

বিজ্ঞানদর্পণে বিজ্ঞ করি নিরীক্ষণ ।  
 ধন্য খাতা ধন্যবাদ করে অনুক্ষণ ॥  
 কে বুঝিবে মর্ম তাঁর কিসের কারণে ।  
 ত্রিভুবন পরস্পরে কৃষ্ণ আকর্ষণে ॥  
 সপ্তদ্বীপ সমাগরা বারিতে বেষ্টিত ।  
 বিপিন চরাগি গিরি বসতি কিঞ্চিৎ ॥  
 পৃথিবী প্রধান দ্বীপ প্রকাশ্য জাহার ।  
 উৎকৃষ্ট জীব ইথে মানব প্রচার ॥  
 কুমি কীট কোটা কোটা পতঙ্গ ভুজঙ্গ ।  
 বানর কিন্নর পশু নানা বিহঙ্গ ॥  
 ভূচর খেচর জীব জলে অগণন ।  
 বক্ষ রক্ষ পিশাচাদি না হয় বর্জন ॥  
 বিনাচর নিশাচর দৃশ্য অপোচর ।  
 পঞ্চভূতে জড়ীভূত সর্ব কলেবর ॥  
 মনুষ্য শরীর সৃষ্টি আশ্চর্য্য নির্মাণ ।  
 নিম্পবিদ্যা শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টির প্রধান ॥  
 ইথে যার নাহি দৃষ্টি তারে ধিক ধিক ।  
 ততোধিক ধিক গণি যে হয় নাটিক ॥  
 কর্তা বিনে কর্ম কোথা হয়েছে নির্বাহ ।  
 রামরত্ন দ্বায় কহে ব্রাহ্মিক পণ্ডিত ॥

মানবরতন ।

অথ মানবদেহ বিবরণ ।

কাল দুর্গ কালে তনু তাজীবে জীবন ।  
মোহ মায়া ছায়া রজ্জু এড়াবে বন্ধন ॥  
যতনে রাখিতে দেহ, অযত্ন করে না  
কেহ, মৃত্যু ভয় অহরহ, জাগ্রত স্বপন ।  
অতএব শুন বলি, বর্তমান কাল কলি,  
অঙ্গ আয়ু যায় চলি, মুদিগে নয়ন ॥  
ক্রিয়া কাণ্ড তপ্ত হলে, আছে ধর্মা নাই  
বলে, মীমাংসা করি কোশলে, কর রে  
সাধন ॥

পর্যায় ।

জগতে জীবিত যত্ন জীবের জীবনে ।  
ককালে প্রকাশ আর যত্নদরশনে ॥  
শরীরের কাঠাম যে মেরুদণ্ড স্থূল  
তদুপরি গাঁথা আছে করোটি আমূল ॥  
পা দ্বি মেরুদণ্ডে পাঞ্জর সহিতে ।  
বক্রভাবে প্রায় স্থিত বক্রের অহিতে ॥  
যাত হৈতে দুই অঙ্গি ককোতে মিলিত ।  
যথা হৈতে বাঁহ গাঁথা আহসে নিশ্চিত ॥



## মানবরতন ।

ইউনিরশ দ্বি অস্থি আস্থি রেড়িয়স ।  
 কণুয়ের যোগে এরা আছে ভাল বশ ॥  
 কজাতক হস্তদ্বয়ে যাহাদের যোগ ।  
 মিটেকারপেল নামে কারপেল প্রয়োগ ॥  
 ফেলেঞ্জিস নাম মাত্র হস্তাঙ্গুলি দশ ।  
 খিলে খিলে গেলে সবে বনে তারা বশ ॥  
 দুই অস্থি পেলভিস পাছা আছে বেরি ।  
 মেরুদণ্ড চুম্ব্যমান গাঁথা তদুপরি ॥  
 যাহা হৈতে উরু অস্থি হয়েহে নির্মিত ।  
 আঁঠু মধ্যা ধার হিতি অঙ্গ সম্বলিত ॥  
 হাঁটুতে মালাইচাকি অস্থি এক ক্ষুদ্র ।  
 বাটীর ভিতরে খেলে নাহি তার হিড ॥  
 নিম্নাংশে টীকিয়া জজ্ঞা থাকে ভুজ ভাবে ।  
 অধোগতি স্ভাবিক কারণ প্রভাবে ॥  
 ফিহিউলিয়া ধারণ করে অস্থি বেই ।  
 গোড়া লাইট আঁঠুর মধ্যে থাকে সেই ॥  
 কল্ক ও পাতায় যুক্ত আঙ্গুর্য প্রকার ।  
 কুঁত্র কুঁত্র অস্থি নয় অঙ্গে মূল্যমার  
 দ্বিশত আটচলিল থানি অস্থি দেহ ।  
 আরোজন অঙ্গরহ হস্তেরহ নির্বাহ ॥

## মানবরতন ।

অস্থি বস্তু শ্বেতবর্ণ শাক্ত চূর্ণ প্রায় ।  
 মজ্জা মাংস মেধ চর্ম সর্ব জীবকায় ॥  
 অস্থি উপরে কোমল সূত্র মাংসপেশী ।  
 চারি শত গণনায় হয় নর পেশী ॥  
 পরিমাণে হ্যুনাধিক্য যথা অভিপ্রায় ।  
 স্বকার্য উদ্ধার করে স্বীয় ক্ষমতায় ॥  
 শোণিত প্রণালী নামে শলাকার ডাকে ।  
 বিস্তারিতে সর্ব অঙ্গে অনুরূপ থাকে ॥  
 প্রধান পেশীর শক্তি চরণে প্রমাণ ।  
 দ্বি সীমার অল্পযুক্ত গ্রন্থি মধ্যে স্থান ॥  
 নরাক্ষের পতি মন করিলে মনন ।  
 আজ্ঞা মাত্র শিরাপেশী করয়ে পালন ॥  
 যে অঙ্গে করিবে আজ্ঞা নড়ে সেই অঙ্গ ।  
 সঙ্কোচ বিস্তারৈ গতি নাহি দেয় ভঙ্গ ॥  
 উপরিভাগের পেশী মনের অধীন ।  
 অন্তরে পেশীর কার্য রক্ত প্রবহন ॥  
 ইচ্ছা অনধীনে পাক হইবে আহার ।  
 নিদ্রিত জাগ্রত কালে উভয়ে প্রচার ॥  
 এই যে সকল পেশী অনিচ্ছুক হয় ।  
 স্বধানে বসিয়া কার্য করে সবদয় ॥

স্বকে মুখ্য শিরা নাড়ী ব্যাপিত অস্ত্রাত  
 পৃষ্ঠবংশে অস্থি মজ্জা যোগ উভয়েতে ॥  
 তৎস্পর্শ মাত্র জ্ঞান মনের সহিত ।  
 ইচ্ছাপূর্ব পেশী মনে করে নিয়োজিত ॥  
 মুখ্য শাখা শিরা নাড়ী শ্বেতবর্ণ কার ।  
 দ্বিভাগে বিভাগ তার। একে জ্ঞান পার ॥  
 অন্যের স্বধর্ম মাত্র গতির কারণ ।  
 মুখ্য কোষ সুপ্রণালী উভয়ে ধারণ ॥  
 অগজ কোমল বস্তু মৃত্যুর আকার ।  
 ক্রান্তি বোণায় মদ্য মস্তকে আধার ॥  
 মনের আকর স্থান প্রসিদ্ধ প্রমাণ ।  
 কয়েকটি আচ্ছন্ন তার কঠিন খিলান ॥  
 কিনারা অনেক অংশে দন্ত ন্যায় গাঁথা ।  
 পরস্পরে সহকারে বাধা দেয় ব্যথা ॥  
 অগজ ভিতরে ছুই অংশ পরিমাণ ।  
 ক্ষুদ্র অংশ প্রধানের পশ্চাতে নির্মাণ ॥  
 সেরিবেলম অগজ ক্ষুদ্র নাম তার ।  
 যথা হইতে রক্ত বহে কশেরুকার ॥  
 যদি এই রোগে কভু অপ্রাধাত হয় ।  
 তখনি অমনি গনি মরণ নিশ্চয় ॥

মেরুদণ্ড হৈতে স্কন্ধ শিরা প্রতি বল ।  
 করয়ে অনিচ্ছপেশী স্বকার্য্য সকল ॥  
 আগপিন অগ্রভাগ স্পর্শ করাইলে ।  
 জীবন ধন নিধন হয় সেই কালে ॥  
 শরীর ব্যাপিত রস রক্ত বলি পরে ।  
 রক্তপেশী শিরা দ্বারা চলাচল করে ॥  
 স্কন্ধতম রক্ত নীড়ী অঙ্গুলির অঙ্কে ।  
 তার মধ্যে শোণিতের গতি অবিশ্রান্তে ॥  
 আহার চালন বায়ু যন্ত্র আছে যত ।  
 দেহপেশীকা পঙ্কর গহ্বরে স্থাপিত ।  
 বক্ষস্থল দুই ভাগে বিভাগ নিশ্চয় ।  
 অনুগ্রহপেশী মধ্যে ডায়েফ্রাগম কর ॥  
 নিশ্বাস প্রশ্বাসে হাস রক্তি হয় তার ।  
 উর্দ্ধ আর অঙ্ক অংশে আছয়ে প্রচার ॥  
 এক পর্দা বামে এক দক্ষিণাংশে আর ।  
 পশ্চাতে দ্বি থাকে থাকে মুহুরী আকার ॥  
 সেই মলী পাকস্থলি মধ্যে দেয় যোগ ।  
 বাম অংশে হৃৎপিণ্ড কুস্কুহু প্ররোগ ॥  
 দক্ষিণ অংশে কুস্কুহু আর কিছু নাই ।  
 বাম ভাগে হৃৎপিণ্ড লইয়াছে ঠাই ॥

গতি এক নাৎসপেশী চর্মথলে প্রায় ।  
 অস্থিষ্ঠের চতুর্গ কি, অর্ধ স্থূল কায় ॥  
 অনুলয় গোলাকার মাংস চোঁচ নায় ।  
 বোম্বাকল প্রায় মজ শোণিতে ঢালায় ॥  
 নানা বিধ রসজু রণ করিছে বহন ।  
 প্রয়োজন স্থানে তারা করয়ে গ্রহণ ॥  
 দুই অংশে হৃৎপিণ্ড আছেয়ে বিভাগ ।  
 পুনশ্চ দ্বিভাগে আগে পায়েছে মোহাগ :  
 অরেকেল ভেন্ট্রিকেল ভাষান্তরে নাম ।  
 হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণাংশে পাইয়াছে ধাম্মা ।  
 বামভাগে ভেন্ট্রিকেল সঙ্কোচ করিলে ।  
 রক্তপ্রবাহিকা নলী মধ্যে তবে চলে ॥  
 তদ্বারা ব্যাপিত বপুলো সর্ব স্থানে ।  
 ভেন্স নামে শিরা তার পুনর্বার আনে ।  
 হৃৎপিণ্ড অনুগত দক্ষিণ অরেকেল ।  
 আগত দক্ষিণে হৈতে যথা ভেন্ট্রিকেল ॥  
 উক্ত ভেন্ট্রিকেল হৈতে সকল রুধিরে ।  
 প্রথম দ্বিতীয় গতি এমত শরীরে ॥  
 ক্রমক্রমে প্রবেশ রক্ত প্রবাহক দ্বারা ।  
 পুনঃ জড় করে ভেন্স শিরার এ দ্বারা ॥

## জানবরতন ।

কতপিণ্ড বাম ভাগে হৃৎকোষ স্থান ।  
 জহদরে বামে ধরে আছে বিদ্যমান ॥  
 বেটন করয়ে পারে রক্ত সর্ক অঙ্গে ।  
 দ্বিতীয় চানন তবে ফুগফুসের গন্ধে ॥  
 পৃথক প্রক্ষেপ লোহ শরীরের শেষে ।  
 সুমুগা পিঙ্গলা ইড়া নাড়ী নামে যোগে  
 হৃৎকোষ বা পঞ্চদশ দেয় স্থান ধরে ।  
 বুঝক জনের রক্ত সর্ক কলেবরে ॥  
 নিখাস প্রস্থান বহু ফুগফুস স্থাপন ।  
 চিনড়া স্থাপকস্থিতি ফোপরা গঠন ॥  
 ফুকর প্রণালী বায়ু মৌণিত ভাঙ্গার ।  
 পরস্পর বিবরণ অশুর্ক ব্যাপার ॥  
 বদনে পবন পঞ্চ মন আকর্ষণ ।  
 বায়ু নলি পরিসরে করয়ে প্রেরণ ॥  
 উষ্ণ বক্ষঃস্থলে গিয়া দ্বিবাখা মিলিত  
 সমুদ্র ইন্দ্রিয় বজ্রে হতেছে ব্যাপিত ॥  
 দুঃখতম আন্ত নব দৃশ্য অপোচর ।  
 রক্তষণ রক্তলোবে মিশে পরস্পর ॥  
 উত্তর দিগের মিল ফুগফুসের কার্য ।  
 নররক্ত সকল নদা জীবন সাহা ॥

পরাগপোষিকা বায়ু অক্সিজেন নাথ ।

প্রথম বহন রক্ত না করে বিখ্যাত ॥

দ্বিতীয় চালনে আনে কুমকুম ভিতরে ।

ধন্য বিধি ধন্যবাদ না ধরে অধরে ॥

বায়ু নলি সরিধানে আকর্ষণ গত ।

বোম্ব হতে অক্সিজেন করয়ে নির্গত ॥

অক্সিজেনে গমন করে হৃৎপিণ্ড স্থানে ।

শোণিত চালনা পুনঃ কাংশ বিধানে ॥

আক্সিজেন বায়ু গ্রাস শূনঃ ত্যজিবারে ।

অপৎ জীবিত যত গতি মূল্যযারে ॥

ভাবিতে উচিত বটে ভাবক যে জন ।

কিনাকর্য্য কার্য্য তাঁর অতুল সৃজন ॥

রামরত্ন দাস দাস করিল সৎগ্রহ ।

প্রচিন্দ পয়ার ছন্দে মানবের দেহ ॥

অথ মানব উদর ইত্যাদি বর্ণন ।

নাড়ীকুল জড়িত হয় সর্ব কলেবর ।

রক্ত পূর্ণ রসে চলে অন্তরে অন্তর ॥

সত্ত্ব রোকে গ্রাস, ভগবান্নের বিধান ।

চলাচল স্থানে স্থান, শরীরে সঞ্চার ।

ক্রিমি প্রায় নাড়ী ফুট, সত্তত আছে  
ব্যাপিত, স্বীয় কার্য নিয়মিত, করে  
নিয়ন্তর । কিন্তু জীবন অভাবে, জড়তা  
কইবে সবে, ক্রিমিময় দেহ হবে কিহু  
দিনান্তর ॥

পায়ার ।

উদর ব্যবধায়ক পদা বন্ধস্থলে ।  
ভক্ষণীয় যত্বখণ্ডা গলানুনি বলে ॥  
পাকস্থলী নাড়ী ভুঁড়ী উদরে স্থাপিত ।  
আসাঙ্গে ভক্ষণ ভব্য তথায় পতিত ॥  
পাকস্থলী হৈতে পস্থা বদনে উদয় ।  
খাদ্য ভব্য গভায়িত অপকণ পর ॥  
তথায় পাচিকা রস নিত্য বিদ্যমান ।  
স্বাভাবিক ভ্রব করে যেন দীপ্তমান ॥  
শ্বেতবর্ণ গাত্র রসে ভব্য পাক করে ।  
তখন “চাইন,” কহে তায় ভাষান্তরে ॥  
পাকস্থলী ত্যজি ভবে বাহিরে গমন ।  
“পাইলো,” রসের নৈমি নিকলনেতে বহন ॥  
জঠরে জীয়ান্ত জীব পাক নাহি পায় ।  
কহু যবঃ হকি হয়ে প্রমাদ স্তোয় ॥



অন্য জীবের জঠরে সজীব পড়নে ।  
 মুসিদ্ধ হইয়া থাকে পায় সুবিধানে ॥  
 উপমা দেখহ অহি মৎস্য কুন্তীর ।  
 নানা জাতি পাকী তেজু বহিবেক ধীর  
 চেতন কমতা বর্তে এই “পাইন” রসে ।  
 যে দ্রব্য না পাক পায় পাচিকার রসে ॥  
 বমনে করায় ত্যাগ শরীর অরাম ।  
 “ছোয়াভিনম,” আঁতড়ী পরিভাগে নাম  
 বক্রতে “চাইন,” রস হয় এক প্রাপ্ত ।  
 শিত্ত বলে গণি ভিন্ন জন্মে পরিযাপ্ত ॥  
 “পেঙ্ক রস,” বিষ্ঠ কুসি কহে বিচক্ষণ ।  
 জন্মায় চাইল মানে রস ততক্ষণ ॥  
 জন্মথ্যা, আশ্রয় কুন্ডল রসধারা ধরে ।  
 “নেকটীয়ন,” সারি পথ নাম রস করে ॥  
 উন্ন গতি বক্ষবর্তি “নলা খোরে সিকে,” ।  
 চালে এক শিরে ঘাহা বাড় মধ্যে থাকে  
 মুসকসে মিলন হয় রক্তের সহিত ।  
 পোষকতা করে দেহ স্বভাবের রীতি ।  
 অবশিষ্ট সিঁচি ঘাহা থাকে নাড়ী ময়  
 মল হয়ে নিঃসরণ হয় সমুদয় ॥

## মানবযতন ।

সেই জীবের পাবে শিবে পবিত্র একান্তে ।  
 অত্যাশ্বে নিতান্ত চিত্তে যতনে শ্রীকান্তে ॥  
 জীবাত্মা করিতে রুদ্ধি পরম স্বধর ।  
 সৃজন পালনকর্তা পতন নধর ॥  
 লিঙ্গহয় যত সৃষ্টি কার্য অনুসারে ।  
 উৎকৃষ্ট সুখভোগ এ তিন সংসারে ॥  
 ইন্দ্রিয় বতক যত সৃষ্টি শিরে বন্ধ ।  
 মনের গহিত যোগ তানুকের হৃদ ॥  
 স্বকৃত ইন্দ্রিয় যত শিরে স্পর্শ সব ।  
 সুস্বরকৃত যোগাযোগ মনের উত্তর ॥  
 আকৃতি সন্তানে পিতৃ মাতৃ প্রায় পায় ।  
 তথাপি বিভিন্ন কিছু হয় শিশুকায় ॥  
 উচ্চ নংখ্য পরিমাণে দীন কিম্বা সূদ ॥  
 বৃহৎ দুঃখের সময় ভয়না বিপুল ॥  
 কি কারণে নিবারণ শরীরের রুদ্ধি ।  
 নিগূঢ় চিন্তিলে হত হয় বুদ্ধিশুদ্ধি ॥  
 দিশাস জমক ইথে কর্তা কেহ বটে ।  
 অদ্বিতীয় শুণাভীত বটে পটে বটে ।  
 কি বুদ্ধিদে নরে জ্ঞান শুণের বুদ্ধিমা ।  
 লক্ষ্যরূপে লক্ষ্যানন গায় শুণরমা ॥

## জানবরতন ।

স্বকণ্ঠে কি কাণে কাণে হইবে বর্ণন ।  
সুজ্ঞান মর্শনে কর্তৃ। স্থির কর মন ॥  
তীর্থপর্য্য বিবেচনা জানে পরিগ্রহ ।  
জানবরতন দান করে নাহিক সন্দেহ ॥

## অথ আশ্রম ও মন বিবরণ ।

মন রে হইও না অশান্ত । জ্ঞানানুগত  
শ্রীকৃষ্ণ মুচাও তব জাল ॥ কর 'মদা' মাধু  
বুক্তি, মুক্তি হেতু আছে উক্তি, হৃদয়ে  
করিয়ে ভক্তি, ভাবনা শ্রীকান্ত, মহায়  
উপায় মূল, অনুগারে নাম মূল, অ-  
কুলে পাঠিবে কুল, চিত্ত রে একান্ত ॥

## পয়ার ।

মন কান দান করে যগজে নিশ্চয় ।  
হীজর যন্ত্রেতে শিরে দেয় পবিচর ॥  
বিশেষ বিধান হৈছে হইয়াছে উক্ত ।  
মন ও আশ্রম গতি কমে কমে হাত  
শারীরিক স্বাধীনতা ঐশ্বর্য্য কুশল ।  
মন না মলোচন হলে রক্ষা নকল ॥

## মানবরতন ।

এই যে সমূহ গ্রন্থি রসের আকর ।  
 রক্তপ্রবর্তন কিসে আছে পরস্পর ॥  
 দৃশ্য করাইতে কার্য্য নাহি অভিপ্রায় ।  
 সূকীয় গুণের ফলে নয়ন বুড়ায় ॥  
 রক্তবাহক “কিড্‌নী,” আতড়ীর পাশে ।  
 অপরিষ্কৃত আর রক্ত রসবশে চোখে ॥  
 নলিতে ক্ষণীয় ভাগ নাম সূত্রাধার ।  
 ত্যাগ করে নয় তার প্রস্তাব ভাগ্যার ॥  
 মেরুগ্রন্থি “মেট্যাগিলা,” নাম শূন মর্ম্ম ।  
 মলের মুহুরী আঁতে চর্ম্ম তাজে ঘর্ম্ম ॥  
 রক্তবাহ তাজে ক্রোধ জন্মে যাহা রক্তে ।  
 অসুখ জন্মায় দেহে এই অভিযুক্তে ॥  
 রানরত্ন দাস কহে হৈবের ঘটনা ।  
 সাবধানে কষ্ট নাই শুনেনা মানেনা ॥

## অথ ইঞ্জির সকল বর্ণন ।

শরীর পিণ্ডরে সাজে পরান বিহক ।  
 অংপিণ্ড দাঁড়ে নৃত্য করে নানা রক ॥  
 হার নয় গণনায়, বন্ধন খিল মারায়,  
 জোপে শোকে মাতনায়, ত্যাগ করে

লাজ । কুখির গাতক পোনে, স্থির হও  
থাকে ভুলে, যখন ধরিবে কানে, পাইবে  
আতঙ্ক । নবদ্বার দিয়ে প্রাণ, করিবে  
চায় প্রস্থান, নানেনা উদ্বিগ্ন বাণ, আ  
সন্তরঙ্গ ॥

পর্যায় ।

উপাশি সকল অস্থি শূন্যল বন্ধনী ।  
পেশী রগ শিরা নান। কুখির চাহনী ॥  
দান পাশে বন্ধঃস্থলে দ্বিত হুৎপিণ্ড ।  
তুই দিগে কুমফুলের অন্ততুত কাণ্ড ॥  
পরিষ্কার করে সদা পাইয়া শোণিত ।  
শোণিত প্রণালী করে শরীরে ব্যাপিত ।  
“ভেন্স,, নামে শিরা পুনঃ করে লক্ষ্যজন  
সূতাবের আচ্ছাদ্য সদা করয়ে পালন ॥  
অধরে ধরয়ে খাদ্য “হৃফেগস,, নলি ।  
আহার বহন করে যথা পাকস্থলী ॥  
ত্রব হরে জব্য তবে পুনঃ পাক পায় ।  
“নেব্টিয়ন,, নলি তায় তখন চালায় ॥  
অপূর্ণ গঠন যজ্ঞ নান। গতি ধরে ।  
বণ করে বর্ণনার ধরে না অধরে ॥

নিকট অন্তরে যত্ন যত্নে ত দেখায় ।  
 দর্পণ সুকণ্ঠে অধি দর্শন ঘটায় ॥  
 দর্পণে কলাই যেন তার। ভাষে নীরে ।  
 প্রতিমূর্তি মূর্তিমান গলকে মে ফিরে ॥  
 নন নহ যোগ তার আশ্রয় ব্যাপার ।  
 কটাক্ষে প্রত্যক্ষ লক্ষ বিবিধ আকার ॥  
 পাপ পুণ্য উভয়ের নয়ন কাণ্ডার ।  
 সুচক্ষে হেরিলে পাপ পঙ্কজ কাণ্ডার ॥  
 ইন্দ্রিয় সুপের আলো লুটায় ভাণ্ডার ।  
 কদাচার কদাচার যেমন গণ্ডার ॥  
 নয়ন ছিলো ভঙ্গী প্রভেদ আশ্রয় ।  
 দর্শন বরণ হিত্তি অক্ষ নম্রতুল ॥  
 সমুদ্র প্রভেদ লক্ষ স্বর সুর কর্ণে ।  
 কড়িৎ প্রভেদ করে জন্ম অক্ষ বর্ণে ॥  
 অতি সুস্বাদু শিবা দ্বারা ভান মন্দ জ্ঞান ।  
 ভাবক গায়ক গীতে ঠিক দেয় মন ॥  
 স্বাদন কুহর মাঝে নাজে পক্ষ । যত্ন ।  
 দ্বন্দ্ব মন উল্লাসন ন্যাস তত্ত্ব মন ॥  
 উক্ত মাত্র হয় বোধ লাগে মে পরিত্য ।  
 লগজ আহসে যোগ মন জ্ঞান জায় ॥

## মানবব্রতন ।

পক্ষী মাখা তীত শয়্য করয়ে বিরক্ত ।  
অতি যে কৌশলাকার শিরে বেড়াযুক্ত ।  
নাশুর্য্য মিলিত সুরে প্রকল্প অন্তর ।  
সুর তরু সুর বিষ্ণু সুর মহেশ্বর ॥  
গন্ধ বহে বহে গন্ধ উত্তম অধম ।  
নখান মিলিত বান তরুতরুতম ॥  
ইহার গ্রহণ যত্ন হ্রাণেতে হ্রিয় কয় ।  
ওঠে পরে মুখ যার মুখ শাঁক পয় ॥  
টাকরান সহযোগ হিত নাশিকার ।  
ভোগ উপভোগ করে বিবিধ প্রকার ॥  
স্বাস্থ পরিগ্রহ জন্য হৈ হ্রিয় রমনা ।  
সাহায্য আয়ুল সেই কীরে আরাধনা ॥  
দত্ত যার সহবাসী দত্ত উপকার ।  
পতনে পাইবে দত্ত করে অপকার ॥  
দুটিলের সহ প্রীতি হইলে দৈবাৎ ।  
সময় বুঝিয়ে করে অবশ্য আঘাত ॥  
শত্রু সহ মিত্রভাবে করে ব্যবহার ।  
বাকযন্ত্র অনুভূত মূর্খি বিধাতার ॥  
যদি জিজ্ঞাসা বশীভূত থাকরে তখনে ।  
গোপনে সাধনা কিয় মিষ্ট আশাপন্ন

## খানগরতন ।

এক ছুই বট দাঁস "নাশা" আতড়ীর ।  
 বানচ্ছেদক পণ্ডিত করিয়াছে স্থির ॥  
 করিয়াছে চয় অংশে আতড়ীর ত্রয় ।  
 "ইনিয়ম জেজিমম আর ডোতীনম ॥  
 "সিকম,, কোলম মান শোযতে "রেক্টম,, ।  
 সময়ে স্বধর্ম সাধে দেখার বিহীন ॥  
 আহারের সার রস হইলে চাশন ।  
 আঙ্গুর আঁহুর অ'জ পোষক কারণ ॥  
 উপকার জন্মে দেহে ক্রমে জানা যায় ।  
 প্রয়োজনে ত্যান নচে এই অভিপ্রায় ॥  
 মল ত্যাগ জন্ম আছে অন্যভূত রস ।  
 প্রধান বকৃত বক্ত আর "পেহুয়স ॥  
 অশ্রুৎপাদক গ্রহি সৃগিকা বন্ধন ।  
 বকৃত বরণ শ্যাম কোমল গটন ॥  
 দক্ষিণ আতড়ী পার গল্পরে ধারণ ।  
 পিত্তের সঞ্চারীধার এই সে কারণ ॥  
 "আর্টরী,, যোগায় রক্ত "ভেন,, নামে নিরে ।  
 জলমুহুরিতে যেন বেগে চলে নীরে ॥  
 অঙ্গের নিয়ন্ত্রিত হৈতে পুনঃ রক্ত টানে ।  
 নিয়মানুসারে কালে ছৎপিণ্ড স্থানে ॥



## মানবরতন ।

কুকুট জিহবার ন্যায় “পেকুরন” আকার  
পাকস্থলীর উপর বাসস্থান তার ॥

কিমন পৃথক রস করে না বিভূন ।

পরিবর্তে পাকস্থলী পাচকে নিপুণ ॥

পঞ্জর গাংগীরে গ্রীহা আছে বান অজে ।

অরশস্ত্র হলে ইহা ভোগে নানা রন্ধে ॥

বহনে মৃণিকা গ্রন্থি মধ্যে মুখ নর ।

সাহায্য করকোরন চর্ষণ সমর ॥

হাছ পরিগ্রহ করে স্তম্ভ রজ্জু শিরে ।

মগজ মনের সঙ্গে বোণাযোগ করে ॥

অশ্রুপাদক নয়ন গ্রন্থি খলকোণে ।

দর্শন বরণ বক্ষ সাহায্য বিহীনে ॥

নতুবা আঘাত হৈত চক্ষু গর্ভকণ ।

দৈবের ঘটন কিম্বা পবন তপন ॥

পৃথক আকার দুত্র সূত্র বর্তমান ।

বসায় তাদের কার্যে স্বীরই স্থান ॥

কণ্ঠ পত গ্রন্থি বায়ু নলির ভিতরে ।

ক্রেদ গ্রন্থি কলেবরে যেমন অন্তরে ॥

চক্ষের নিম্নের গ্রন্থি বসায় বোণায় ।

শরীর শোভন রন্ধে প্রধান উপায় ॥

বুদ্ধির কীৰ্ত্তিতে চিরকাল মনোযোগ ।  
 চেষ্টায় সফল কভু পরাণ বিয়োগ ।  
 কেহ কেহ কহে জীব আত্ম তেজোময় ।  
 নানা ধ্বনি নানা মতে নানা কথা কর ॥  
 ইন্দ্র ভানু নক্ষত্রাদি হয় নিকপৎ ।  
 আত্মার নিগূঢ়তত্ত্ব না হয় বর্ণন ॥  
 জীবন জীবের অন্য ভিন্ন নিদর্শন ।  
 অহা মহাপ্রাণাগণে কহে নিবরণ ॥  
 বুদ্ধির ক্ষমতা যত করিয়া নিযুক্ত ।  
 প্রসিদ্ধ মুখুতি আত্মা পঞ্চভূতাসক্ত ॥  
 বাহ্যক্রিয়া নিদর্শনে অনুমান হয় ।  
 বুদ্ধি বিশিষ্ট জন্মকর্তা হবাময় ॥  
 পৃথ্বী প্রতি দৃষ্টিপাতে শুদ্ধ বিবেচনা ।  
 স্বয়ং ইচ্ছায় ক্রিতি না হয় চালনা ॥  
 ক্ষমতা বিহীন জড় নাহিক চেতনা ।  
 মীমাংসা হয়েছে কত কথিয়া বোষণা ॥  
 নির্জারিত অনাট্মিক কানন জগৎ ।  
 আত্মায় সে পদার্থ সৃজন বাবৎ ॥  
 কেহ কহে বিবেচনা বর্তে নর অঙ্গে ।  
 বুদ্ধির হইত বুদ্ধি হুতকার সঙ্গে ॥

## মানবরতন ।

অক্ষহীনে বুদ্ধিহীন ঠেহত পরিমাণে ।  
 বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা নর প্রায় অক্ষহীনে ॥  
 উপমা কাতক দিব পুথি বেড়ে যায় ।  
 অন্ধের উত্তম নাকি বাদ্য গাছনার ॥  
 রক্ত পীত শ্যাম শ্বেত জরদ বরণ ।  
 তাম্র নানি লীল অন্ধ করে নিকণ ॥  
 পরশিয়ে বাজী বলে উত্তম অধম ।  
 শুণাশুন কোন রোগ কয়েছে আশ্রম ॥  
 মূজানে করিলে যুক্তি মনসাবে বর ।  
 নানা রঙ্গে অক্ষতঙ্গী চক্ষু পরাপব ॥  
 পলকে ভ্রমণ স্বর্ণ পৃথিবী পাতাল ।  
 ভবিষ্যৎ ভূত আর বর্তমান কাল ॥  
 দণ্ডবিন্দুযব কার্যে সমাই আবিষ্ট ।  
 প্রবর্তে নিপুণ কভু হয় অনাবিষ্ট ॥  
 ঈর্ষ্যকের সুখ ত্যজি পরকালে আশা ।  
 ছায়াবাজী ন্যায় মূর্তি নানা অভিলাষ ॥  
 বিবিধ প্রকার নর মন নানা ভঙ্গী ।  
 আচরণ বুদ্ধি গুণ স্বভাবের নঙ্গী ॥  
 নাথু নজে মুগ্ধগঞ্জে ব্যাৎপাত্ত সার ।  
 বিদ্যা আলোচনা দ্বারা হয় সুবিচার ॥

## মানবরতন ।

যুগে বিতুল আছে চিত সঙ্কর ।  
 জ্ঞানশক্তি প্রেম যোগ্য অশ্রয় ব্যাপার ॥  
 একের উদয় ক্রমে জ্ঞান সমুলিষ্ট ।  
 আচরণ কবে ক্রিয়া বিভিন্ন বিশিষ্ট ॥  
 জ্ঞান শক্তি দ্বিপ্রকার জাহ্নবে প্রভেদ ।  
 উভয়ে সমুদ্র রাখে নান্দিক বিস্তৃত ॥  
 ভাষা বহু ব্যাপ্তি বাক্য দিব্যজ্ঞান ।  
 আকার প্রকার বর্ণ মণি পরিমাণ ॥  
 বস্তুর সমুদ্র কার্য যার যে নিধান ।  
 গণনা হিসাব অকল সলীত সজ্ঞান ॥  
 অনুচ্চনা মনের তুল শক্তি কয় ।  
 কথক কবির ক্রিয়া উক্ত সমুদয় ॥  
 তুলনার অতিক্রম ক্রমে যদি পায় ॥  
 বাখানে কবির রস শ্রবণ বুড়ার ।  
 উৎসাহ জন্মে মনে শ্রবণে বর্ণনা ।  
 সর্ব দুঃখ দূরে যায় থাকে না ভাবনা ॥  
 পরম পদার্থ সাধে রচনে কল্পিত ।  
 অমর গণিয়া কবি বাখানে পণ্ডিত ॥  
 বুদ্ধিকীর্তি অগোপন না হয় বিনাশ ॥  
 সকলের শ্রেষ্ঠ জীব মানব প্রকাশ ॥

“সেক্সপিয়রের কোণায় নিষ্ঠুর জন্মন ।

বানরও বিটী ইয়” হোমার কাঁটন ॥

দাঁড়িয়ে রজনী, ব্যান বান্ধীকাদি ।

“পোপ ত্রোণী কোলি রানী মহাদেব সাদা

কনিকঙ্কণ “আফেজ সেক্স আকলন ॥

রসিক ভারতচন্দ্র বায় কবির ॥

“ভলটের, মহানতি বিদ্যা দিকপাল ।

দামবধী বর্জমান হবে চিরকাল ॥

উৎপাদ্য শব্দ হেতু কৰ্ম কদাচন ।

কারণ বশত কাহা প্রমাণ প্রবল ॥

বুদ্ধির প্রভাব গুণে সর্ব জীব জিনে ।

মহাবলবান জীব আহিয়ে অধীনে ॥

বিশেষনা জ্ঞানসত্ত্বে এভায় বিপদ ।

সুবুদ্ধি নিযুক্তে বুদ্ধি সন্তোষ সম্পদ ॥

স্নেহ সম্বলিত বুদ্ধি তাৎপর্য জ্ঞান ।

পরকীয় উপকারে সঁপে নিজ প্রাণ ॥

সতত পরত চেষ্টা নয় স্বীয় ক্ষতি ।

ধর্মের এ ধর্মকালে ঘটায় দুর্গতি ॥

ধর্মজ্ঞান ব্যতিরেক ধর্ম কোথা রয় ।

আত্মপ্রাণের নিশ্চয় কঠিন হৃদয় ॥

হিত উপদেশে চিত্তা আদর প্রধান।  
 গুরুতর নোকে মান্য বিদ্যার সম্মান ॥  
 পরম কৈশরে ভক্তি যুক্তির কারণ।  
 যাহার ইচ্ছায় সৃষ্টি এ তিন ভুবন ॥  
 উপহার নানা ভব্য সুগন্ধি উত্তম।  
 স্বাদুবোধ পরিগৃহ তরুতরতম ॥  
 কটু কব। চিকুরম অপর অমূল।  
 গুহ্যত্ব বিজ্ঞত্ব অংশ মিলন সমূল ॥  
 এক ভব্য অন্য ভব্যে হইলে সংশয়।  
 মুখিবক গুণিগণে গুণের বিক্রম ॥  
 মুখ্য কছু বিম প্রায় অমূল্য গরল।  
 যখন অত্যন্ত পীড়া রোগীর প্রবল ॥  
 বিকারে সাহায্য করে তখন আশ্লাদ।  
 সহজে সেবনে যাহা দটায় প্রমাদ ॥  
 স্বভাবে বিভাব গুণ সমগ্রানুসারে।  
 সেবনে জীবন রক্ষে যাহাতে সংহারে ॥  
 হোজ্য ভজ্য সুস্বাদু পরম্পর জীবে।  
 মানব এড়ায় শুক যুক্তির প্রভাদে ॥  
 নানা ভব্য ভোগাভোগ কৈশর কপার।  
 ব্যাবির উপধ যাহা উপায়ে উপার ॥

জগৎ কারণ স্বামী চিদামন্দময় ।  
 রূপার পালন কোপে পলকে প্রলয় ॥  
 হিতেচ্ছা পরম গুণ বর্ত্তরে শরীরে ।  
 পর উপকার চিন্তে সাধ্য অনুসারে ॥  
 স্বইচ্ছার করে ক্ষমা সে অপকারিকে ।  
 শিষ্টের পালন দমন করে দুইলোকে ॥  
 গাঢ় হৈ গুণ এই শিখার কর্তব্য ।  
 গ্রহণে নিষেধ করে সদা পরদ্রব্য ॥  
 অকর্ম্মে অধর্ম্মে করে অনুতাপ পরে ।  
 স্বকীয় স্বীকারে দোষ প্রতিকার করে ॥  
 ইতঃ ভিন্ন দাঢ্যতার দৃঢ় প্রতি মন ।  
 বিশেষ রক্তান্ত ভাব ঘটায় বধন ॥  
 আশা ভিন্ন সমাপন কে করিত দূর ।  
 জীবন যাপন যেন আশয়ে প্রচুর ॥  
 চিত্ত সম্বন্ধীয় চিত্ত সংস্কারে যে উক্ত ।  
 প্রেম যোগ্য বুদ্ধি তৃপ্তি পরীক্ষায় ব্যক্ত ॥  
 বর্তমান অবস্থায় সম্পর্ক সম্ভব ।  
 কেহ কোন কালে ক্রমে হতোহ উত্তর ॥  
 অনুধাবন বাধানে বিভ্রান্ত মনে ।  
 হয় যদি শুদ্ধমতি তবে গুণ বর্ত্তে ॥

তাৎপর্য্য জ্ঞান বহিঃ হয় অতিক্রম ।  
 ইহকালে ধর্ম্মে মতি না। নয় আশ্রম ॥  
 পরিকাল অভিলাষ পাইবারে জ্ঞান  
 অহিংসা আকাংক্ষী নহে উপভোগে প্রাণ ॥  
 অনুযোগ করে লোকে আশ্রয় সম্মানে ।  
 ধর্ম্ম অনুষ্ঠান মূঢ় স্বীয় ইচ্ছা ভাণে ॥  
 সম জাতি ব্যবহার প্রশংসায় ব্যাপ্ত ।  
 যথায় প্রকৃষ্ট তথা তমঃ পরিত্যাপ্ত ॥  
 এই গুণে অতিক্রমে গর্ব্ব অহঙ্কারে ।  
 মাৎস্য্য সতত মত্ত তুষ্ট পুরস্কারে ॥  
 অন-উপযুক্ত পাত্রে প্রশংসা করণ ।  
 বর্ষজ্ঞান সূত্র ধর্ম্ম আশ্রয় ছেদন ॥  
 অসাধারণ স্বভাব সদা টলে পাপে ।  
 জ্ঞানিবর্গে কার্য্য করে বিবেচনা কপে ॥  
 অসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হলে কার্য্য বুক্তি নয় ।  
 অনুশীলন শাসন কুপথের পয় ॥  
 স্বাভাবিক ছরাচারী মানব সকল ।  
 রোগে রাগে শোকে দুঃখে সদাই বিকল ॥  
 স্বাভাবিক ক্রম হৈতে হইলে ঘটনা ॥  
 সত্য মিথ্যা বস্তু ব্যস্ত মুক্তির সাধনা ॥



অনুভূত গুণ এই অগরুপ করে ।  
 ভব্য স্বাস্থ্য গাঙ্গা শিল্প বিদ্যা বস্তু স্নেহে  
 কত মত জ্ঞান গুণ যনোগত আছে ।  
 সবিশেষ বিবরণ পরিভ্রম মিছে ॥  
 স্থির নহে মন কতু সদাই চঞ্চল ।  
 অনুশীলন ব্যতীত সকলি নিষ্ফল ।  
 বিচার উল্লেখ তর্ক হইবে যখন ।  
 মন সংযোগের যন্ত্র গঠন অবশ্য ॥  
 অনুসূচনা সহিত বিচারের জ্ঞান ।  
 উপস্থিত বিষয়ের হয় বস্তুমান ॥  
 গতি সূচনা মনের আনে ততক্ষণ ।  
 বস্তু ক্রিয়া ঘটনার বাখানে অরণ ॥  
 পার্থক্য দুর্গমে হয় মূর্তি নিদর্শন ।  
 অনুধাবন মনের গতি নিরূপণ ॥  
 প্রকরণ প্রণীত পদ যদি পারি ।  
 কল্পনা বাখানে মতা বুদ্ধি বুদ্ধি তার  
 সূর্য অনিলকু ক্রিয়া বুদ্ধির চালনা ।  
 একের উদ্ভব অন্যে আহরে বোঝনা ॥  
 সকলে সমান এক্য ভাব — — —  
 অপূর্ণ কার্যের কম — — —

স্বপনে এমন ঘটে অত্যন্ত আতঙ্ক ।  
 কম্পান্বিত কলেবর সুপ্ত বশে রত ॥  
 সন্তান জন্ময়ে কভু দংশনে ভুজঙ্গ ।  
 সন্তোষে পুরুষ যদি পাত্রী অর্জ অঙ্গ ॥  
 স্বপ্ন প্রদর্শনে যদি না থাকে উলঙ্গ ।  
 পুত্র কন্যা পাবে মাতা পিতার প্রত্যঙ্গ ।  
 দৈবের ঘটনা ইহা মানেন কলিঙ্গ ।  
 রামিরত্ন দাস কহে সত্য এ প্রাঙ্গ ॥

অথ স্ত্রী ও পুরুষ জাতি প্রভেদ ।

রমণী সুন্দর সৃষ্টি বিধির বিধান । পুরুষ  
 প্রকৃতি দুই হয়েছে নির্মাণ ॥ দেবতা  
 গন্ধর্ব্বগণে, শক্তি আদি সবে মানে, কি  
 ছার মানব জ্ঞানে, পাইবে সন্ধান । যথা  
 কৃষ্ণ তথা প্যারী, আর দেবহরগৌরী,  
 শ্রীরাঘবের সীতা নারী, অর্জ অঙ্গ প্রাণ ।  
 কেবা আদি কেবা অন্ত, ভাবিয়ে না পাই  
 তদন্ত, মরমে রহিল ভ্রান্ত, না পায়  
 প্রমাণ ॥

মানবরতন ।

পর্যায়

পাশে করিতে জ্ঞানি অতি প্রয়োজন ।  
চারি জাতি নর চারি জাতি নারীগণ ॥  
মৃগ ইষ অশ্ব জাতি শশক গণন ;  
বর্ণনে প্রকাশ পাবে যার যে লক্ষণ ॥  
পুরুষ শশক জাতি শুন বিবরণ ।  
মধান শরীর খর্য নহে কদাচন ॥  
অস্ত্রেতে ভঞ্জিতে শোভা হরোচ্চ নির্মাণ ।  
আকার প্রকার অঙ্গ বিধির বিধান ॥  
অদম্যে বিরত মন থাকে সৎ মঙ্গল ।  
কটু নাহি ভাষে কতু আদ্যৈর বৈরঙ্গ ॥  
পরদারে পরদারি নহে আকিঞ্চন ।  
শারীরিক মুখে যুগা দৃঢ় এই পণ ॥  
লক্ষণ অঙ্গুলী ছয় লিঙ্গ পরিমাণ ;  
চাঁপাকলিকর নোটা উত্তম প্রমাণ ॥  
আদি অন্ত সৰু কিছু শূল মধ্যস্থান ।  
ঈষৎ বামেতে বাঁকা কাহার সমান ॥  
মৃগজাতি পুরুষের দীর্ঘ কলেবর ।  
সহাস্য বদন কিন্তু কপট অন্তর ॥

মৃত দুঃখ গন্ধ ঘর্মে সূর্য তল কার্য ।  
 লক্ষ্যে গতি তার উর্ধ্ব দৃষ্টে চায় ॥  
 বলবৎ হয় সেই আহারে প্রবল ।  
 সঙ্গীতে মজত করে গায় অনর্গল ॥  
 অক্টে অক্ষুণী নিঃস্বর প্রবাহ গঠক ।  
 চন্দ্রকলিকী ন্যায় শুন প্রকরণ ॥  
 প্রসঙ্গাতি পুরুষের এই নিবরণ ।  
 ওবাকের গন্ধ গায় সুখের চরণ ॥  
 ক্রমশঃই অক্ষ জিহ্বা দীর্ঘকায় কতি ।  
 যা ন্যায় চান তার নহে দুঃখগতি ॥  
 আহারে বিহারে রত সদা পাপে মন  
 নির্জঙ্ঘ বড়ই সেই ঘুদায় মরন ॥  
 নিভ্রায় আবেশ বড় অলস প্রধান ।  
 দৃশ্যক্ষুণী নিঃস্বর তার আছে পরিমাণ ॥  
 কঠিন গঠন যেন খর সম নিঃস্ব ।  
 অশ্ব জাতি পুরুষের শুনহ প্রসঙ্গ ॥  
 প্রকাণ্ড শরীর তার অসিত বরণ ।  
 কেশরীর মত গতি সহরে গমন ॥  
 মালতী পুষ্পের গন্ধ বহে তার অঙ্গে ।  
 নিভ্রায় আবেশ নাই রতির প্রসঙ্গে ॥

মিথ্যাবাদী কদাচারে মহাই প্রবর্ত ।

পরানন্দ রতি মতি নাহিক মহত্ব ॥

নারী হেরি হরি হরি বনে করে চেষ্টা ।

পাতিব্রত মতী নারী তার চক্ষে ভস্টা ॥

দ্বাদশ অঙ্গুলী নিজ হয় প্রায় তার ।

পারিলাস ন কৰ্ত্তব্য পঠনে ব্যাপার ॥

সকল লক্ষণ নাহি ঘটে এক ঘটে ।

একাত্ত লক্ষণ উলু কিছু পায় বটে ॥

এইগে মিশ্রিত লক্ষ্য কোন জাতি হয় ।

তজ্জন্মো কাহার ভাব অভাবে উদয় ॥

উভয় জাতিতে বস্তু উলু প্রকরণ ।

অতঃপর শুন নারীগণের লক্ষণ ॥

নারীর চরিত্র রূপ গুণ ব্যবহারে ।

সুন্দরী অধম নারী গনি কদাচারে ॥

রূপে গুণে যদি বালা হয় নমতুল ।

পান্নিনী বাখানি করে পবিত্র সে কুল ॥

মধ্যম শরীর খানি গৌরাঙ্গী গঠন ।

সোণার সোহাগা যেন স্থানাকী বরণ ॥

রূপের উপমা এক আছে মাত্র রতি ।

কুরঙ্গ নয়নী তুণ্ড সুশোভিত অতি ॥

## মানবরতন ।

দীর্ঘকেশী যুগ্মচুত কর্ণের অংকর ।  
 দন্তপাতি মুকুটহার বড়ই সুন্দর ॥  
 পদ্মগন্ধ বহে অঙ্গে আতি সুশীতল ।  
 পাতিরত নতী তার অনুর অপল ॥  
 কোমল কণ্ঠের কুচ নাভে বক্ষঃস্থলে ।  
 হৃদয় গ্রাসে এত লজ্জা দেয় বিম্বফলে ॥  
 নান্যঃকণ্ঠের নাভি কলনা অগ্রাব ।  
 মৃদুস্বরে কহে চিত্ত "পেনিকী, ওলাব ॥  
 কনিষ্ঠ নঃ অঙ্গ সুল নিত্য কোমল ।  
 গগনে পানিণী গজ করে দলমল ॥  
 চরণ অক্ষুণ্ণনথ অতি মনোহর ।  
 নাভিকূপ আভা কর জাবণা উদর ॥  
 মধুর বচনে তোমে ধর্মো মন রত ।  
 উপকারে মতি গতি নহেত বিরত ॥  
 হেরিলে হৃদিষ চিত সুন্দর লক্ষণ ।  
 পঞ্চাঙ্গুলী জরায়ু যুখে যুখে নিদর্শন ॥  
 যৌবন কালের ভাব হতেছে বর্ণনা ।  
 রূপাবধায় যৌবন অভাব ঘটনা ॥  
 কপসী স্বরূপ রূপ সৎ ব্যবহার ।  
 লংক্ষেপে বর্ণনা করি বিস্তর বিজ্ঞার ॥

চিত্রাণী সুন্দরী নারী দীর্ঘ ধরে বেণী ।  
 লাবণ্য কোমল কায় ক্রীণ যাজ্ঞানি ॥  
 অঞ্জন নয়নী নাসা অতি চমৎকার ।  
 উর্ধ্বে দৃষ্টি নহে কিছু নত ঘাড় তার ॥  
 স্বভাব বাঁদিনী সত্য স্নেহাঢ্য সবে ।  
 অতিথি সেবায় ভক্তি থাকয়ে লীরবে ॥  
 পক্তি প্রতি প্রীতি অতি সদা সেবা করে  
 কহেন উচিত বাক্য অক্ষপটীপ্তরে ॥  
 অপার পুরেবে রত নহে কদাচন ।  
 লোভে হৃষ্ট নহে কভু বিরস বদন ॥  
 চিত্ত নিবারণী করে আপনার কর্ম ।  
 গুমাণে গোপনে কার্য রমণীর ধর্ম ॥  
 উপযুক্ত পাত্রে দান সদা শুচি মতি ।  
 ইক্ক জ্বালাপনে মন ত্যজি দানে রতি ॥  
 হাব ভাব লক্ষ্য পক্ষ নৈরম প্রকৃতি ।  
 সকলের প্রিয়পাত্রী বিপক্ষ প্রভৃতি ॥  
 প্রমাণ অমূল্য পক্ষ লিঙ্গখানি তার ।  
 গ্রাস হ্রাস সম মুখ হেঁট মুখ দার ॥  
 অধিনী পৌরাজী প্রায় শরীর মধ্যম ।  
 লাবণ্য সামান্য অতি পরশে অধম ॥

নানা উদ্ধ যোড়াতুর গগন নানী ।  
 আস পরিসর অতি ঘন দীর্ঘ বেণী ॥  
 কারক বহি মাঝে সমুদর মাঝে ।  
 কোমল কটিন হুও শাখিনীর মাঝে ॥  
 তালকণ বক্ষঃস্থলে কাঁথের কাপ্তার ।  
 কটাক্ষে করিলে লক্ষ্য প্রেমের কাপ্তার ॥  
 নিতম্ন মাতঙ্গী পায় ছিভাগে দোমন ।  
 মদন ঘোহিত ধন রাখেছে গোপন ॥  
 রক্ত ভজী মন্দঃ চরিত্র চঞ্চল ।  
 মনোবাহু পূর্ণ ভূমি পাইলে বিরল ॥  
 রমণে নগন সদা ফুটিতে না পারে ।  
 আহারে যিহায়ে হুণ থাকরে বাহায়ে ॥  
 স্বীয় স্বামী ত্যজি করে পরপতি আশ ।  
 রসিক পুরায় তার মন অভিলাষ ॥  
 লজ্জার নাহিক লজ্জা হেও গুরুলোক ।  
 ঐহিকের মুখ বাঙ্খ কোথা পরলোক ॥  
 অষ্টাঙ্গুলী পরিমাণ লিঙ্গ শাখিনীর ।  
 কদলী পুষ্পের ন্যায় দরজা যোনির ॥  
 হস্তিনী নারীর অঙ্গ অতি শূন্যকার ।  
 গোচর স্বরূপ অঁখি আরকিম প্রায় ॥



খলকেশী ওষ্ঠে সুল গভীর কুসুম ।  
 দীঘল চিরণ দন্ত লোমে কলেবর ॥  
 পায়ের ধরে ধরে হস্ত পদ সঙ্গীণা ।  
 নবীনে ঠমক ঠাট দেখায় প্রবীণা ॥  
 রমণীর রমণীয় অলঙ্কার সাজ ।  
 আপ্তপ্রাঙ্গী সজ্জাঙ্গীনা পরনির্দেশ কাজ ॥  
 কামাতুরা দুঃখাচারী গন্ততা অনন্তে ।  
 নিয়ত মানস থাকে উপপত্তি সন্তে ॥  
 জানিবে নিশ্চয় তার সন্তোষে সন্তোষ ।  
 জঠর অনলে যেন খাদ্য পরিতোষ ॥  
 অপরাধিতার কুল দশাঙ্গুলী যোনি ।  
 পরিসর মুখ দ্বার সমতুল গণি ॥  
 পাহায় মাজায় সম সুন্দর লৌকিক ।  
 দয়া মায়া স্নেহ তুল্য ধর্মো ততোধিক ॥  
 রামরত্ন দান কবি করিয়ে সংগ্রহ ।  
 রচিত পয়ার চন্দে মানবের দেহ ॥

অথ জী পুরুষে শুভ মিলন ও সন্ধান

উৎপত্তি কথন ।

সত্যাত্ম জীব জাতি অসার সংসার ।  
চক্রের গমন যেন দিগে বিধাতার ॥  
বার তিথি মচন্দ্র, শুভ মাস এই নর,  
ভাস্কর লগ্নী উদয়, অস্তে সুপচার ।  
বিশ্বাসে ক্ষিত্তির দৃষ্টি, জীব জানিবে  
তেমতি, শুভ দোষিত সংহতি, ধারণ  
জ্ঞানকার ॥ পরমাত্মা অসার প্রাণ, তা-  
জিয়ে এ দেহ স্থান, পঞ্চভূতে সন্ধান,  
করে বারবার । চারি যুগ এই ভবে,  
হৃদয় নরকল রবে, কাহা পরিবর্ত জীব,  
নাহিক সংহার ॥

পর্যায় ।

রমণীর চারি জাতি উক্ত বিবরণ ।  
যাঁর যে পুরুষে শুভ হইলে মিলন ॥  
রসিকে করয়ে রস মনে বিচারিয়া ।  
পাখিনী অশক যদি হয় শুভ বিয়া ॥  
লক্ষী নারায়ণ যেন পোভে দুই জন ।  
চিত্রাণী মৃগের সঙ্গে চর্চিলে ঘটন ॥

উভয়ে যেমন শোভা গৌরী পঞ্চানন ।  
 সুখাবেশে নিজবাদে জীবন বাপন ॥  
 শঙ্খিনী ও রুবজাতি হৈলে পরিণয় ।  
 রতিগতি রতি সঙ্গে যেমন প্রণয় ॥  
 হস্তিনীর অশ্ব জাতি উত্তম ঘটনা ।  
 রাবণের মনোদরী পুরায় কাশনা ॥  
 উভয়ে মিলন হৈলে জন্মায় সন্তান ।  
 প্রভেদিয়া করি কিছু বিশেষ সন্ধান ॥  
 শশক পদ্মিনী গর্ভে সন্তান জন্মিলে ॥  
 তনয় ধার্মিক হয় কন্যা ধর্মশীলে ॥  
 চিত্রের গর্ভে তার মৃগের গুহসে ।  
 কন্যা বিদ্যাধরী জন্মে গন্ধর্ব পুরুষে ॥  
 রুব শঙ্খিনীর গর্ভে জন্ম যোবা লয় ।  
 হুহিতা রাক্ষসীরামি পুত্র যোদ্ধা হয় ॥  
 যোগাযোগে জন্মে জীব নানা প্রকরণে ।  
 পূর্বকৃত্র কলে কেহ জন্মে শুভকরণে ॥  
 ঋতুমান্নে নারী যার হেরিবে বদন ।  
 সেই মত জন্মে শিশু শাস্ত্রের বচন ॥  
 জনাকালে পিতা মাতা হরিষ অন্তর ।

শশক পশ্বিনী যদি রাহ অংশ পার ।  
 ধর্ম্যে মতি মুত অতি মুতা নতী আর ॥  
 কন্যাগে ছুখী সুখী রোগী বনবান ।  
 অকলীন কুখী মুখী গুণী বিরমান ॥  
 সমানে সমান মিল সভাবের রীতি ।  
 বিপরীতে জন্মে কেহ কাহার দুর্গতি ॥  
 শশক পশ্বিনী সনে করিলে রমণ ।  
 ছুরাচারী পুত্রী পুত্র পণ্ডিত লিখন ॥  
 পশ্বিনীর সহ অর্থ জাতির মিলন ।  
 মুতা শুদ্ধমতিমুত ছুখ পরারণ ॥  
 শশ্বিনী শশকে যদি করে আলিঙ্গন ।  
 মুতা মহাক্রুদ্বা মুত ধর্ম্মশীল হন ॥  
 রঘুজাতি পশ্বিনীর যদি হয় পতি ।  
 কন্যা ছুরাচারী পুত্র ভোগে দুঃখ অধিক ॥  
 এই রূপে পুত্র কন্যা জনে যত জন ।  
 লগ্ন অনুসারে তার সংসারে যাচন ॥  
 জগতের পতি যিনি তিনি দরাসর ।  
 কর্ম্মফলে ভোগাজোগ জানিহ নিশ্চয় ॥  
 রামরত্ন দাস কহে সত্য বিরহণ ।  
 অতঃপর শুন জন্ম কতর লক্ষণ ॥

মানবরতন ।

অথ ঋতুলক্ষণ ও জনগ্রহণ ।

মল্লী সূর্য্য আকর্ষণে রসের প্রবল ।  
অমাবস্যা পৌর্ণমাসী বৃদ্ধি পায় জন ॥  
ভেষজি নারীর অঙ্গে, চন্দ্র নাতি ঋতু  
সঙ্গে, পক্ষান্তরে সুপ্রসঙ্গে, শোণিত জ-  
নল । কাটাদি গুতঙ্গ সবে, পশু পক্ষী  
সর্ব জীব, বৃক্ষাদি নবপজবে, জনে ফুল  
কল । হার কি বিধির বিধি, রানরহ  
নিরবধি, ভাবিয়ে ন। পার নিধি, কারণ  
সকল ॥

পর্য্যায় ।

রমণী রসিকা স্বামী রসের ভাস্কর ।  
অবশ্য বুঝিবে ক্রিয়া ঋতুর লক্ষণ ॥  
নাতি ঘেরি তুলসি ভারি বিরহ বদন ।  
কুটিয়া শরীর উঠে পেট কন্ কন্ ॥  
কথা মান্দ্য জিহ্বা শুষ্ক জড়তা শরীর ।  
নবহার গন্ধমুক্ত বিরামে অস্থির ॥  
সন্ধ্যাপনে রাখে বালা ঋতু দরশন ।  
ধন্যগীর গতি দৃষ্ট গভীরে গমন ॥

বাইশ গ্রহর পদ্য বিকসিত থাকে ।  
 পুঙ্খব পুরেশ বীজ চক্ষু নাভি চাক্রে ॥  
 নিম্নোপ প্রক্ষেপে তেজ ধরয়ে কলন ।  
 নিম্নে শোণিত শুক্র জন্মে জীব ফল ॥  
 প্রথম দিবসে নারী চন্দ্রানিনী প্রায় ।  
 আয়ু কয় সেই দিন পরশিলে কায় ॥  
 পাপী সে দ্বিতীয় দিনে রমণীর অঙ্গ ।  
 কদাচিত বিচক্ষণে না করিবে সঙ্গ ॥  
 তৃতীয় দিবসে যদি করয়ে নন্দোগ ।  
 কানিনী নিশ্চয় ভ্রষ্টা পরে তারি বোগ ॥  
 চতুর্থ দিবসে ম্যান শরীর মার্জ্জন ।  
 পদ্মিনী স্বরূপা নারী শুচি করে মন ॥  
 শুভ দিনে ঋতু রক্ষা করিবে সুজন ।  
 নতুবা ঘটবে উক্ত বর্ণনা ঘটন ॥  
 অতএব পত্নীসঙ্গ যে দিনে নিষেধ ।  
 পতি পত্নী সেই দিনে রাখিবে বিচ্ছেদ ॥  
 অমাবস্তা প্রতিপদ রবিবারাষ্টমী ।  
 একাদশী পৌর্ণমাসী যাত্রায় মগ্ধমী ॥  
 নাক্ষত্রিক ত্যজিয়ে ঋতু করিবেক রক্ষা ।  
 শাক্তবর্ম শুক বর্ম পণ্ডিতের পক্ষে ॥

পদ্মপূর্ণাণের মত কহিলাম সার ।  
 জানে না কারিগ লোকে যারা কুলাঙ্গার ।  
 পদ্ম পূর্ণ না হইলে করয়ে রমণ ।  
 জগ্মানে সন্তান তার করায় মরণ ॥  
 আর কিছু শুন তবে অদ্বৈত ঘটন ।  
 বাহাতে সংহার করে জনমে গহণ ॥  
 সন্দ্যাগণ্ডে পুত্র হোজ বাচনা কখন ।  
 স্নাত্নগণ্ডে হৈলে হয় জননী নিধন ॥  
 দিবাগণ্ডে জনে যদি পিতৃ মৃত্যু কর ।  
 পরে শুন গণ্ডদোষ মুহিত নির্ণয় ॥  
 দিবাতে জনমে কন্যা রজনীতে মৃত ।  
 স্নাত্নাদেব নাহি হইল গণ্ডদোষ যুত ॥  
 নিলিনে শোণিত শুক্র জীব উৎপত্তি ।  
 পঞ্চভূত আবির্ভূত বাহ্যকে নিরন্তি ॥  
 পঞ্চজ ভিতরে বিন্দু আকার অস্থির ।  
 অঙ্গহীন কুংসিত নিশ্চয় শরীর ॥  
 আশে পাশে বীজ যদি আটকিয়া রয় ।  
 বারমাসাবধি থাকে প্রসব না হয় ॥  
 দুই পাশে পাড়ে তেজ থাকে ছিন্নভায়ে ।  
 যমজ সন্তান জনে রমণ প্রভাবে ॥

দক্ষিণ পাশেতে বীজ যদি স্থান পায় ।  
 অবশ্য মহান জানি জনো পুত্র তার ॥  
 বাম অংশে বায়ানারী জনম উদয় ।  
 দুই পাশে সমভাগে কন্যা পুত্র হয় ॥  
 অমুখ শরীরে জানো শুভু অপেক্ষণ ।  
 কন্যা পুত্র উভয়েতে দুঃখের ভাজন ॥  
 চতুর্থ প্রহর নিশি মন অচঞ্চল ।  
 উপযুক্ত শুভ রক্ষণ থাকিলে কুশল ॥  
 নতুবা অনেক ভয় জানিবেক ধীর ।  
 শরীর জনম শুন মন করি স্থির ॥  
 শুভ গারে এক শত চলিলা প্রহর ।  
 বীৰ্য্যাভিলাষী যোনি থাকে নিরন্তর ॥  
 পুরুষ পরেশ যদি করে পরদার ।  
 শুভ দরশন চন্দ্র নাতি যোগ তার ॥  
 নির্গত হইলে বীৰ্য্য সৈরোজ আধার ।  
 অতিবিন্দু নাম তার অস্থির আকার ॥  
 সেই অতিবিন্দু নিজ চন্দ্রের প্রকার ।  
 সময় পাইয়া বৈশে পঞ্চম আকার ॥  
 তদন্তর শুভ পুর্ণ দৌহে আনন্দিত ।  
 উর্দ্ধমুখে রহে পদ্ম মৃণাল সহিত ॥



মৃণাল ভিতর দিয়ে বায়ুর চালন ।  
 বায়ু বারি বাহি বস্ত সঞ্চার কারণ ॥  
 উদরে নানি ন নাড়ী গর্ভস্থলী মন ।  
 অতি দুগ্ধ রক্ত শিরে বেষ্টিত বিপুল ॥  
 প্রথম দিগাম চন্দ্র অগ্নির প্রকার ।  
 দুগ্ধ শিরে বহুদ্বারা বায়ুর সঞ্চার ॥  
 কুতুম্ব দ্বিতীয় দিনে তম প্রায় নীর ।  
 তৃতীয় দিবসে জনে জনে কল কলীর ॥  
 চন্দ্রাকার ফিরে যেন নানিগতে ভাসে ।  
 রক্তবর্ণ পীত স্থান চতুর্থ দিবসে ॥  
 বিংশতি দিবসে গেই হ্রস্ব ফল প্রায় ।  
 একমাসে মাসনের হয় সেই কার ॥  
 নোচন জন্মিলে ক্রমে নাসিকার ক্রম ।  
 পঞ্চ মাসে পঞ্চ প্রাণ কারণ অগ্নম ॥  
 কৃষ্ণ হৃৎক সে জীবের হয় অষ্টমাসে ।  
 অগ্নত স্বরূপ নাড়ী রমনায় চোখে ॥  
 সপ্তম মাসের গুণ গভীর চালনা ।  
 নিদ্রাভাবে ভবানীকে করে আরাধনা ॥  
 কে বলিতে পারে তার মনের উদ্ভব ।  
 ভাবকের এই ভাব অবশ্য সম্ভব ॥

অষ্ট মাসে অষ্ট অঙ্গ পরিপূর্ণ হয় ।  
 গর্ভকারে বদ্ধ বোধ কন্ট কিছু নয় ।  
 হৃদয়ে নবম মাসে নবগ্রহ হৈলে ।  
 দশমাস দশদিনে এসবে সকলে ॥  
 সুখ দুঃখ মুখ দুঃখ অঙ্গ উপস্থিত ।  
 মলমূত্র তাজে করে রোদন হরিত ॥  
 জাহ্নবী সঞ্চয় আছে পায়োধরে স্তর ।  
 স্তনপান ক্রমে পোষিকা শরীর ॥  
 অথ গু রূপ, সৃষ্টি অপকৃপ লীলা ।  
 রামরত্ন দাস কহে না করিও ছেলা ॥

### অথ গর্ভ বিবরণ ।

একি ভাবি তব মন । ধরাসনে আগ-  
 মনে করিলে ব্রন্দন ॥ জননীজঠর  
 কারে, ছিলে নিয়মানুসারে, বারু শো-  
 গিত আধারে, আঁধারে গোপনে ॥  
 এক্ষণে বিষয়ে মত্ত, বিবাদে সদা প্রবর্ত,  
 ধর্ম্মাধর্ম্ম স্বত্র গত্র, দিলে বিসর্জন ॥ জন্ম  
 মৃত্যু পাপে, বারম্বার এই রূপে,  
 যেতে হবে গর্ভরূপে, হইলে নিধন ।

ইল্লির রাখিয়ে বশ, পান কর শীতিলস,  
ভারতে রহিবে বশ, মুর্তি স্থাপন ॥

পর্যায় ।

উর্ধ্বমুখে বৃচরল মধ্য স্থিত মণীষ ।  
নিতম্ব আরম্ভ ভারি মুখে উঠে নীর ॥  
গভঃস্থলী কিছু দিনে শোণিতে পুণিত  
অতি বৃক্ষ শির। দ্বারা ক্রমেতে প্রেরিত ॥  
প্রথমে মাতাল্পা বৃদ্ধি প্রকাশে উদর :  
তৃতীয় চতুর্থ স্থানে ছাড়াই পঙ্কর ॥  
পঞ্চমঃ শেব ভাগে নাভির নিকটে ,  
দিনে২ পাকস্থলী বৃদ্ধি কুণ্ড ঘটে ॥  
পরিসর বৃদ্ধি পায় ছিপাশ পর্য্যন্ত ।  
পূর্ণকালে হেটমুখে থাকে থক অন্ত ॥  
ডিগ্গের আকার প্রায় হয় সেই কায় ।  
নয় যব চৌড়া তের যব নে লম্বায় ॥  
দীর্ঘাঙ্গী কামিনী কুশা দীর্ঘ পরিমাণে ।  
থক্কের উদর বৃদ্ধি ছুই পাশ স্থানে ॥  
গির্দার উয়াড় চর্ম গভঃস্থলী প্রায় ।  
মেরুদণ্ড সরাসর রক্তনালী যায় ॥

উদর পশ্চাতে যাহা করে অবস্থান ।  
 সমুখে কঠিন পেট কিঞ্চিৎ প্রমাণ ॥  
 টিপিল নরম পাশে শ্বেদ ছুই নামে ।  
 গভ কি উদর ব্যাধি বিভিন্ন প্রকারে ॥  
 পঙ্কর ছাপিয়' রুদ্ধি নহে কহু বিধি ।  
 পাকস্থলী উর্ধ্ব সমুখা, হয় নিরবধি ॥  
 প্রসব হইলে পেট হ্রস্ব কোকডায় ।  
 যত রুদ্ধি হয় গভ' কোপরা বাড়য় ॥  
 আঘাত করিলে পূর্ণ উদর উপরে ।  
 অতি বেগে কেটে যায় নিশ্ব ফেলিয়াবে ।  
 কিছু দিন পরে গভ' বেদনা পর্যাস্ত ।  
 জরায়ুতে বহু অঁটি, অঁটোতে অঁতাস্ত ॥  
 এমন যোনির দ্বার ক্রমে রুদ্ধি পায় ।  
 সন্তান ভূমিতে হয় অনারামে প্রায় ॥  
 তবে যে বিপদ ঘটে ছরদুর্গে ক্রমে ।  
 অনহিত আচরণ হয় যদি ক্রমে ।  
 মতান্তর আর কিছু শুন বিবরণ ।  
 গভ' ভিতরে সন্তান যে রূপে ধারণ ॥  
 ছাপ্পায় দিবসে অক' আকৃতি মস্তক ।  
 দুই বট পরিমাণ সুজিল গঠক ॥

**附錄一**

[illegible]

গির্দা উয়াড় নচ্ছিত মিহি চামড়ায় ।  
 গর্ভস্থলী আচ্ছাদিত নলিল তাহার ॥  
 উর্বে জড়বড় পঙ্ক অধোগতি মাথা ।  
 ত্রিঘের ভিতর ঢানা যে ভাবেতে গাঁথা ॥  
 কিশোর্য্য হায় হায় বিধির বিধায় ।  
 শিশুর শরীর রুদ্ধি শোণিত উপায় ॥  
 চুলবৎ রজ্জ্ব শিরা রক্ত লবে যায় ।  
 ধীরে ধীরে শিরে শিরে যোগেতে যোগায় ॥  
 যে কারণে নারিকেলের জল উৎপন্ন ।  
 তেমতি জ্বলিবে ফল কায়া ভিন্নঃ ॥  
 বহুত জ্বলিলে জীব ঐ মত পদ্ধতি ।  
 ভিন্নঃ পরস্পরে অভিন্ন প্রকৃতি ॥  
 এক গতে ভিন্ন শিশু কদাচিত্ হয় ।  
 প্রসব কালীন মাতৃ জীবন সংশয় ॥  
 রামরত্ন দাস নিজে হেরিয়ে নিগ্রহ ।  
 রচিল পরায় ছন্দে মানবের দেহ ॥

অথ গার্ভিণীর অবস্থা ।

এ বিপত্তি রবে না রবে না । মানস  
 করেছিলে কত করি আরাধনা ॥ কেন

এই মত ক্রমে কত পরিবর্ত অহ ।  
 ভাবিনীর ভাবে ভাবে আত্ম অন্তরহ ॥  
 বেদনা যখন গর্ভে হয় উপস্থিত ॥  
 জননী জানেন আলা বন্ধেতে বজ্জিত ॥  
 প্রসূতি না হলে কেবা বুঝিতে সে পারে ।  
 জগৎ জননী জ্ঞাত এ তিন সংসারে ॥  
 আদেশ করিল নিজ বন্ধু করি স্নেহ ।  
 রচিত পয়ার ছন্দে নারীর নিগ্রহ ॥  
 চিদানন্দে চিত রাখি চিন্তা অহরহ ।  
 রতনে যতনে রত্ন করিয়া সংগ্রহ ॥  
 বিরচিল ছন্দে বন্ধে মানবের দেহ ।  
 কোন২ স্থানে কিছু রহিল সন্দেহ ॥

অথ শারীরিক কুশল ব্রজা ।

পলাপ পরীক্ষ পান প্রাপপণ পণে ।  
 নতুবা সে উড়ে যাবে কৌশলে গোপনে ॥  
 বস্ত্রানী বস্তুর ঘেরে, গন্ত দেহ ধীরে ধীরে,  
 পুষ্প উদ্যান বাহিরে, পীত আলাপনে ।  
 করি তব্য বোলাবোণ, উপস্থিতে উপ-

ভোগ, দেহ তারে সদা ভোগ, ইচ্ছা সন্ত-  
পণে । হও অতি যত্নবান, মুখ রাখ  
পক্ষী প্রাণ, তাৎপর্য্য সুবিধান, না  
জানে রূপণে ॥

পর্য্যায় ।

আশীলক্ষ ঘোনি ভ্রমি মানবের জন্ম ।  
অধম জীবের বোধ নাই ধর্ম্ম কর্ম্ম ॥  
এনত দুর্লভ জন্ম হবে কি না হবে ।  
অনিত্য এ দেহ মাত্র যতনে রাখিবে ॥  
যখন আসিবে কাল তখন নিধন ।  
কিন্তু যত্নে রোগ ভোগ হয় নিবারণ ॥  
আত্মনাৎ সতত রক্ষা বলে সাধুগণে ।  
উচিত ঐশ্বর্য্য ত্যজ্য শরীর রক্ষণে ॥  
দার। পুত্র পরিজন মায়ায় বেষ্টিত ।  
আত্মরক্ষা হেতু ত্যজ্য সকল উচিত ॥  
সাধনা ব্যতীত দেহ কুশলে না রহে ।  
সযত্নে ইন্দ্রিয় যত্ন বহুকাল বহে ॥  
স্বচ্ছন্দে স্বকীর্য্য সাধে ইন্দ্রিয় সকল ।  
ঐহিকের মুখ ঘেঁষে কারিক কুশল ॥



ব্যাঘাত অনেক যত্নে জিয়া গোলমাল  
 অনুখে জন্মার পীড়া কতু প্রাপ্ত কাল ।  
 হুকাবহ না হইতে হয় যে মরণ ।  
 উল্লিয়ে ব্যাঘাত দৈব অহিত কার ॥  
 জন্মাবধি জরা জীব নাহিক উপায় ।  
 জন্মে ব্যাধি জুয়াদিয়া মড়ক বিধায় ॥  
 পরমায়ু উর্দ্ধ সংখ্যা শতবিংশত ।  
 অকালে যে কালপ্রাপ্ত নিয়ম গর্হিত ॥  
 সমরে অমরে মরে পরমায়ু হবে ।  
 তরঙ্গ তুফানে তরী ডুবায় আবর্তে ॥  
 মড়কে হেউতে করে দেশ উল্লিখ পন ।  
 যেন দারানলে বড় হয় সর্ব ধন ॥  
 তাৎপর্য্য হয়ে ঘৈর্য্য করিবে বিশ্বাস ।  
 সুবিধানে সাবধানে নাহিক বিনাশ ॥  
 আমান্য মডনে বুদ্ধি আর সাবধানে ।  
 প্রাণ মুক্ত রক্ষা পায় বুদ্ধির বিধানে ॥  
 করিতে নানা কাজে কার্য্য নিবারণ  
 উচিত জানিতে হয় রত্নাব কারণ ॥  
 প্রতিপ্রায় কিসে সুখি পালন প্রধান  
 মনের উপকারার্থে সুজন বিধান ॥

মানবের আবশ্যক জানা ঘটকর্ম ।  
হইলে সকল জ্ঞাত স্বভাবের মর্ম ॥  
নিবারিতে অনহিত ঘটনা সম্ভব ।  
শরীর মন্দিরে ব্যাধি সহজে উদ্ভব ॥  
মহানিদ্রা আকর্ষণে নাহি স্তব্ধ ।  
জীবাত্মা ত্যক্ত ক্রমে ত্যাগ করে দেহ ॥  
স্বচ্ছন্দে রাখিতে বসু অতি প্রয়োজন ।  
কুণ্ডলেক শূন্যতর বস্ত্র গুণিগণ ॥  
উত্তম আহারি বায়ু স্বপ্ন পরিশ্রম ।  
পরিচ্ছেদ এই চারি কুশল সংশ্রম ॥  
ইন্দ্রিয় যন্ত্রের ক্রিয়া পবন প্রধান ।  
অম্লযান বায়ু যোগে আছে বিমান ॥  
অপ্প পরিমল গৃহে বায়ুর সঞ্চারণ ।  
অম্লযান অভাবেতে কুশল সংহার ॥  
এই হেতু বাসস্থান পরিমল চাই ।  
গুরুতর তিন দিগে শুদ্ধ উচ্চ ঠাই ॥  
দক্ষিণ থাকিবে খোলা পূর্বোদ্যান মাঝে  
সমাখ্যে পার্শ্বের উচ্চ প্রদ্বার সাজে ॥  
দক্ষিণ বাহিরে হর উত্তম বাতাস ।  
দক্ষিণে আর কোণে আছে সুপ্রকাশ ॥

## মানবরতন ।

উপবন সন্নিগট থাকা অপকার ।  
রাখিবে সরসি সদা অতি পরিষ্কার ॥  
নানাবিধ খাদ্য লুচি গিঠাই কচুরি ।  
শুদ্ধমাংস মীন সড়া কুশালের অরি ॥  
চৌচমর খাদ্যদ্রব্য বাদামাদি শাঁস ।  
অজীর্ণ জন্মিয়া আগ্ন অগ্নি করে হাস ॥  
পরিপাকে অবসন্ন দধি মুরা অতি ।  
অধিক পানেতে করে যকুতে তুর্গতি ॥  
ক্ষুধার অতীত দ্রব্য করিলে আহার ।  
পাকস্থলী উপচীয়া করে অপচার ॥  
তজ্জন্য কিঞ্চিৎ ন্যূন আহার উচিত ।  
অতি শব্দ সুপাণ্ডিতে গণে গুরহিত ॥  
সক্ষম ভ্রমণে লোহ চলে সুধারায় ।  
তদ্বিন্ন জড়তা রক্ত সকল কায়ায় ॥  
মল মূত্র ঘর্ম্ম ক্লেদ হৈলে পরিষ্কার ।  
ক্ষুধার আহার বৃদ্ধি পরিপাক তার ॥  
জড়তায় শোণিতের গতি অবসন্ন ।  
পেশীর উদ্যম মন সচেতন ভিন্ন ॥  
স্বকপে সুকপে বপু কছু না বাপন ।  
অনিচ্ছুক পেশী ক্রিয়া করে সমাপন ॥

স্বপন্ন গোপন ভাবে আকর্ষণ করে ।  
 অনুভব স্বভাবের রীতি অনুসারে ॥  
 পরাণ পালন শ্রমে খাদ্য উপার্জন ।  
 পুরুষে ভূষিতে হৈল রমণী সৃজন ॥  
~~কুপদাঙ্গুলী~~ পদাঙ্গুলী অঙ্গে হয়েছে নির্মাণ ।  
 প্রয়োজন উপার্জনে তার সমাধান ॥  
 অলস করিলে বহু জড়তা ঘটায় ।  
 থাকুক কুশল দূরে পীড়া পায় পায় ॥  
 ত্রিকারণে কুলবালা নানা রোগ ভোগে ।  
 অচরিত্বে কার্যে হইরে দীর্ঘকাল যোগে ॥  
 চরন হইতে ঘর্ম করা নিনের ~~কর্ম~~  
 আহার অম্বর স্থান কাল নিকপণ ॥  
 ভ্রূঙ্গ করিতে দূর ধৌত কলেবরে ।  
 নতুবা অসুখ তায় লোকে ঘৃণা করে ॥  
 পরিচ্ছেদ আবৃত্তক দেহ ঘটে ঘটে ।  
 তপনের তাপে তনু জরা জ্বর ঘটে ॥  
 উষ্ণতম গাত্র ত্রক শীতল হঠাৎ ।  
 যে করে সে ভ্রূণে রোগে জানিহ পশ্চাৎ ॥  
 ক্রমেঃ নেশাদ্রব্য আহার গ্রহণ ।  
 একেবারে ত্যাগ করা নহে প্রয়োজন ॥

## মানবরতন ।

পরিষ্কৃত বায়ু বারি জীবন আধার ।  
অবোধের নাহি বোধ গুণের বিচার ॥  
সৰ্ব তেজোভাবে রক্ষা পরাণ উচিত ।  
নব্য ভব্য সভ্যগণে বুঝিবে ইক্ষিত ॥  
রামরত্ন সযতনে করিয়া সংগ্রহ ।  
রচিল পয়ার ছন্দে মানবের দেহ ॥

## অথ পুনঃ জন্য কথন ।

কোথা হৈতে এলৈ তুমি কোথায়  
যাইবে । দিশেহারা হয়ে কেন ভ্রম  
পথে ভ্রমিবে ॥ ভবে ভাব ভগবান, দেহ  
আধার বিধান, পথিকের প্রায় প্রাণ,  
ভ্রমণ জানিবে ॥ আক্লান্ত হইয়ে প্রাণ,  
বাসা করি সুসন্ধান, যোগাযোগে যত্ন-  
বান, গর্ভে প্রবেশিবে । অতএব বলি  
শুন, গতায়াত পুনঃ, স্বভাবের এই গুণ,  
সদাশিবে জীবে ॥ বুঝি কর ব্যবহার,  
যশঃ রস সুবিস্তার, সৰ্ব জীবে উপকার,  
সংসারে সুখিবে ॥

মানবরতন ।

পয়ার ।

ক্রিয়া কাণ্ড ভণ্ডার সংসারের রীতি ।  
ঐহিকের ঘোষণা করে যশস্বী ভারতী ॥  
ভণ্ড ছাড়া নাহি কাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সমাজে ।  
নিত্যধন সৰ্ব্বায়ায় বিমানে বিরাজে ॥  
পরুমায়া জীবায়া আছে যোগাযোগ ।  
একের সম্মার বর্ডে যত ভোগাভোগ ॥  
ছৎপিণ্ড বাসস্থান হইয়াছে উজ্জ ।  
আয়ুর্কোদে অবিবাদে বিবরণ ব্যক্ত ॥  
বাসস্থান তাজি জীব নিয়মানুসারে ।  
পঞ্চভূতে নয় পার এ তিন সংসারে ॥  
ভূত পঞ্চ রেণু সহ জীবন ধারণ ।  
কীটাদি পতক জন্মে এই সে কারণ ॥  
সৃজনের উপভোগ পঞ্চভূত ময় ।  
ভূখা ভূষণ দুর্ভয় জীবের নিশ্চয় ॥  
এই তোলে নিজ তেজঃ বীজ উপম ।  
বিদিকৃত বিধিমতে জন্মে ভিন্ন ॥  
সেই তেজঃ বীজ গুরু পৌণ্ডিত মিলনে ।  
জনম গ্রহণ করে সারী আনন্দময় ॥

ঋতুগত যদি নারী কররে সন্তোগ ।  
 অবশ্য জনিবে জীব এই যোগাযোগ ॥  
 মরুভূমি বক্ষ্যানারী আছে নির্ধারিত ।  
 রোপণে নিষ্ফল বীজ ফলে কদাচিত  
 মনস্তাপ মূনিশাপ উভয় সঙ্কট ।  
 ধন্যনয় গুরুপাপ মানেনা কপট ॥  
 সর্ব উৎকৃষ্ট জীব মানব সৃজন ।  
 জন্য পরিগ্রহ করে সম্ভব কারণ ॥  
 অতঃপর শুন পুনঃ জন্য বিবরণ ।  
 অপূর্ব কাহিনী শুন স্থির করি মন ।  
 ইন্দ্র তানু আকর্ষণে রক্ষি বরিষণে ।  
 অশনি চপলা হানে মেঘের ঘষণে ॥  
 অবনী হইতে বাষ্প তপনের তাপে ।  
 উত্তপ্ত হইয়া শূন্যে ক্রমে ক্রমে কাপে ।  
 উর্দ্ধগতি বাষ্পধুম ক্রমে জড় হয় ।  
 পবনের গতি দ্বারা বারিদ্ সঞ্চয় ॥  
 সেই বাষ্প শূন্যমার্গে স্থির বায়ুযোগে  
 শীতল হইয়া ক্রমে কোটায় ভাগে ॥  
 ধারণে অক্ষয় সূন্য আপন আধারে ।  
 পাতনে পাক্যাক পানন সময়ে নিরীকারে

পুনরায় ধূমাকারে উর্ধ্বগতি প্রাপ্ত ।  
 কারণ বশত উক্ত কার্য্য পরিচালিত ॥  
 নীহার শিশির জন্মে এই সে কারণ ।  
 এই কপে সুখি সুখি ধরায় ধারণ ॥  
 যাহা উৎকৃষ্ট উপস্থিতির নিরুত্তি তাহার  
 মৃত্তিকায় কলেবর যাবে মৃত্তিকায় ॥  
 পদার্থের ধ্বংস মাঝে কায়া পরিবর্ত ।  
 নখর সৃজন সত্য নূতনে প্রবর্ত ॥  
 এমন অমূল্য বস্তু প্রাণ প্রিয়ধন ।  
 কোথায় বর্তাবে বল হইলে নিধন ॥  
 অবশ্য্য গ্রাসিবে সেই নব কলেবর ।  
 সৃজন বিনাশি কই নখর জৈধর ॥  
 আদি পুরুষ বংশের রামদাস দাস ।  
 বিখ্যাত সমাজ মাঝে শাখরালে বান ॥  
 ত্রীকবির পিতামহ রামনারায়ণ ।  
 তন্য কনিষ্ঠ কুমার মদনমোহন ॥  
 ধর্ম্ম পরায়ণ অতি সমাজে প্রকাশ ।  
 এক পুত্র বাত্র তাঁর রামরতন দাস ॥  
 উপাধি কাশ্যপ গোত্র সুরকার দাস ।  
 বাসস্থানে কীট বাসো কীটাদেশে কদম



চূড়ায় বিদ্যালয়ে বিদ্যা উপার্জন ।  
 প্রধান শ্রেণীর শিষ্য জানে জগজন ॥  
 পড়িয় বিধির পাকে তনু হৈল ক্ষীণ ॥  
 ছরদৃষ্টি কমে দীনে না পাইল দিন ॥  
 ভুংগের অধীন শুদ্ধ বিনা উপার্জন ।  
 রচিল পদ্যার হৃদে মানবরতন ॥  
 যঃ নানাবিধ গ্রন্থ করি আলোচন ।  
 সারভাগ গ্রহণে ত সংক্ষেপে রচনা ॥  
 অলঙ্কার দুই যদি থাকে কোন স্থানে  
 অনুগ্রহ প্রকাশিলে সুধিবে সুজ্ঞানে ॥  
 সন্দেহ নাহিক ইথে দোষ সংঘটন ।  
 মুনীনাক্ষ মতিভ্রম শাস্ত্রের বচন ॥  
 অপর ভাষার শব্দ আছে বহুতর ।  
 অর্থ প্রাপ্ত সংঘটন ভাষায় তুচ্ছ ॥  
 ইংরাজী ভাষায় দুই কিঞ্চিৎ থাকিলে ।  
 অনায়াসে বুঝিবেক বুদ্ধির কোশলে ॥  
 বিপুল বিষয়ে বলি সরল অন্তরে ।  
 অকিঞ্চনে করি রূপা সুধিবে সম্বরে ॥  
 শীঘ্ররচনায় কোটি সহস্র প্রণাম ।  
 মানবরতন গ্রন্থ সমাপ্ত ব্রহ্মানন্দ ॥

গীত ।

মীমাংসা হইল বহু তর্ক অনুসারে ॥  
 জীবন নিধনে গুনঃ জন্মে এ সংসারে ॥  
 ভেবে দেখ সুবিচার, তে কারণে সৃষ্টি  
 তাঁর, নর নারী একাকার, বিস্তর বি-  
 স্তারে ॥ আপনার সুমঙ্গল, গতাবাতের  
 সম্বল, করি অন্তর সরল, পর উপকারে ।  
 রিপুগণ করি জয়, ক্রিয়া কর সমুদয়,  
 ভজনায় কিবা ভয়, ভাব সারাংশারে ॥

সমাপ্তঃ ।



পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭	পান্ত	উৎপত্তি
১৮	পেশীক	পোষিক
১৯	নো	নোহ
২০	সত্তে	রক্ত সত্তে
২১	থাকে	পাক
২২	নেকটীরন	নেকটীরল
২৩	আর রক্ত	আরক্ত
২৪	চাহনী	চালুনী
২৫	কদাচার	কদাকার
২৬	মিষ্ট	ঈষ্ট
২৭	মন সাধে	মন সাজ
২৮	পরাপর	পর পর
২৯	ভরজীন	ভরজীল
৩০	হইলে	হইতে
৩১	গুরুতর	তরুবর



